21-3-40

কমলা টকীজের

স্বামী-স্ত্রী

সাধারণ গ্র
বালি

কমলা টকীজ্ লিমিটেডের

নবতম বাণী চিত্র

স্বয়ংসিদ্ধা

পরিচালক—

সন্তু সেন

শুভ উদ্বোধন

উত্তরা

বৃহস্পতিবার ২১শে মার্চ্চ

—১৯৪০—

শ্রীযুক্ত শৈলবিহারীলাল সিংহহাণ্ডে মহাশয়ের

— সাহায্যে —

"খাস শীতলপুর কোলিয়ারী"র

সৌজন্যে—

'কয়লার খনির' দৃশ্যাবলী গৃহীত।

সাধারণ গ্রন্থাগার
বালি

পর্দার উপরে

লিলি	...	...	ছায়া দেবী
মিনতি	...	...	চন্দ্রাবতী
মিসেস্ দাস	...	...	রাজলক্ষ্মী
শান্তা	...	...	অপর্ণা দাস
মুংলী	...	...	রমা বসু
ললিত	...	...	ছবি বিশ্বাস
মিঃ দাস	...	...	সন্তোষ সিংহ
মোহন	...	...	সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
ঝগড়ু	...	...	বিজয় কার্ত্তিক দাস
ঐ সহকারী	...	...	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
রামহরি	...	...	অয়স্কান্ত বক্সী
হরিশ	...	...	বিজয় মজুমদার

পর্দ্দার অন্তরালে

কথা ও কাহিনী	...	...	শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত
পরিচালক	...	...	সতু সেন
সহকারী	...	...	নির্ম্মল তালুকদার
			নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য
			অনিল সেন
গান	...	...	শৈলেন রায়
সুরশিল্প।	...	...	হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর)
আবহ সঙ্গীত	...	...	দক্ষিণা ঠাকুর
প্রধান যন্ত্রী	...	...	জগদীশ বসু
আলোক চিত্রী	...	...	বিভূতি লাহা
সহকারী	...	...	মন্টু পাল
			সুশান্ত মৈত্র
শব্দ-যন্ত্রী	...	...	যতীন দত্ত
সহকারী	...		কল্যাণ সেন
			গোবিন্দ মল্লিক
			অমিয় মজুমদার
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	...	...	শৈলেন ঘোষাল
সহকারী		...	ধীরেন দাস
			শৈলেন চট্টোপাধ্যায়
			জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক	...	...	সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী	...	...	সৌরেন দা
রূপশিল্পী	...	...	জীতেন গোস্বামী
সহকারী	...	...	কর্ণ চক্রবর্ত্তী
শিল্প-নির্দ্দেশক	...	...	সুধাংশু চৌধুরী
দৃশ্য-সজ্জা	...	...	সতোন রায়
			ভানু ভট্টাচার্য্য
স্থির-চিত্রী	...	...	সুবোধ দত্ত
ব্যবস্থাপক	...	...	বঙ্কিম রায়
তত্ত্বাবধায়ক	...	...	গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়
			অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিল্ম্ প্রোডিউসার্স লিমিটেডের ষ্টুডিওতে গৃহীত।

— গল্পাংশ —

—:o:—

মিঃ দাস সিভিল সার্ভিস হইতে অবসর লইয়া হাজারীবাগ অঞ্চলে বাস করেন। লিলি তাঁহার মেয়ে। মিঃ দাস সাহেবী ধাঁচের লোক। মেয়েকে সাহেবী কলেজে পড়াইয়াছেন, বিলিতি কায়দায় মানুষ করিয়াছেন। লিলি

তাই ইংরিজিতে কথা বলে, ঘোড়ায় চাপে, মোটর হাঁকায়, রাইফেল ছোঁড়ে। মিসেস্ দাস মেয়ের মতি-গতি দেখিয়া শঙ্কিত হন, মিঃ দাস করেন গৌরব অনুভব।

মিনতি মিসেস্ দাসের বোনের মেয়ে। সেও সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সাহিত্যানুরাগিণী। মাসিই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, মাসির কাছেই সে থাকে। শান্ত স্বভাবের এই তরুণীটি দাস পরিবারের সকলের স্নেহ যেমন জয় করিয়াছে, তেম্নি সংসারের সকল কাজের ভার স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে। মিনতি না হইলে এ পরিবারের একটি লোকেরও একদিন চলেনা —সব কাজেই চাই মিনতির সাহায্য।

এই মিনতির সহিত আলাপ-সূত্রেই একদিন এই পরিবারে ললিতের আবির্ভাব হইল। ললিত এঞ্জিনিয়ারিং পাশ দিয়া দিন কয়েক বিশ্রাম লাভের লোভে মিনতির আমন্ত্রণে দাস পরিবারের অতিথি হইল। দাস-দম্পতী

মনে করিলেন ললিত মিনতিকে স্ত্রীরূপে চায়। তাই তাহার সহিত কন্যাদের অবাধ মিলনের সুযোগ তাঁহারা দিলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে দেখা গেল ললিত মিনতিকে নয়, লিলিকেই বিবাহ করিতে চায়, লিলিও ললিতের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। অবশেষে লিলির সঙ্গেই ললিতের বিবাহ হয়।

লিলিকে মিঃ দাস ললিতের হাতে সমর্পণ করেন এই প্রতিশ্রুতি লইয়া, যে ললিত কখনও লিলিকে তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যত্র লইয়া

যাইবে না। পর পর চারিটী সন্তান হারাইয়া দাস-দম্পতী লিলিকে পাইয়াছিলেন। লিলি তাঁহাদের একটিমাত্র সন্তান। লিলিকে তাঁহাদের নিকট হইতে কোনদিন যে দূরে থাকিতে হইতে পারে, একথা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

ললিত বিবাহ করিল, কিন্তু পত্নীর মনোভাব পাইল না। বিবাহের পূর্ব্বে লিলি যেমন ছিল, বিবাহের পরও তেমনই রহিল, হাসিয়া, গাহিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, বেড়াইতে লাগিল। ললিত চাহিয়াছিল জীবন-সঙ্গিনী প্রগল্‌ভা বালিকা তাহার দাবী পূর্ণ করিতে পারিল না, চাহিলও না। স্বামী আর স্ত্রী নিজেদের অজ্ঞাতসারে একে অন্যের মনের-পরশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

পড়িতে লাগিল। ব্যাপারটা কেহ লক্ষ্য করিল না—লক্ষ্য করিল মিনতি। সে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে_স্বামী-স্ত্রীর মনের ব্যবধান বৃদ্ধি না পায়। কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল না, মনের ব্যবধান বাড়িয়াই চলিল।

ললিত এইরূপ বিবাহিত জীবন সহ্য করিতে পারিল না। সে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহার মনের জোরের যত বেশী পরিচয় দিতে

লাগিল, লিলি তত বেশী স্বামীর প্রতি বিরূপ হইতে লাগিল। অবশেষে দেখা দিল বিষম দ্বন্দ্ব! এই দ্বন্দ্বই স্বামী-স্ত্রীর জীবন-নাট্য দ্রুত-ঘটনাবহুল করিয়া তুলিল।

ললিত স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে লইবার জন্য ধানবাদে তাহার মামার কয়লার খনি পরিচালনার ভার লইয়া সস্ত্রীক ধানবাদে চলিয়া গেল, সঙ্গে গেল মিনতি, নব-দম্পতীর সংসার গোছ-গাছ করিবার ভার লইয়া।

ধানবাদে গিয়া লিলি আরো চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্বামীর জন্যই বাপ-মায়ের নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইতেছে বলিয়া স্বামীর উপর সে আরো বেশী বিরক্ত হইয়া উঠিল। ললিত যত চেষ্টা করে স্ত্রীর হৃদয় জয় করিতে, লিলি তত বেশী স্বামীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলে। মিনতি প্রাণপণ

চেষ্টা করে স্বামী-স্ত্রীর মনের অমিল দূর করিতে। কিন্তু যত চেষ্টা সে করে, ততই ললিতের আকর্ষণের পাত্রী হইয়া উঠে। মিনতিও বিব্রত হইয়া পড়ে।

মিঃ দাস নিজে কন্যাকে জামাতার সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও দুর্জ্জয় অভিমান বুকে পুষিয়া রাখেন। মিসেস্ দাসও জামাতাকে মনে মনে মার্জ্জনা করিতে পারেন না। লিলি-বিহীন হাজারীবাগের বাড়ীতে

তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া বিলাত যাওয়া স্থির করিলেন। মনে করিলেন বিলাত যাইবার পূর্ব্বে মেয়েকে একবার দেখিয়া যাইবেন। কিন্তু একেবারে নিজেরা না গিয়া মোহনকে আগে পাঠাইয়া দিলেন।

মোহন সবে তারুণ্যে উপনীত হইয়াছে, চপল ও চঞ্চল তাহার প্রকৃতি। লিলির ছেলেবেলার বন্ধু সে। ধানবাদে পৌছিয়া লিলিকে নানারূপে প্রফুল্ল রাখিয়া সে লিলির প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। একদিন বনে রাত

কাটাবার অবসরে মোহন নিজের মনে যে কামনা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। লিলি প্রথম পাইল যৌবনের পরশ। এতদিন যে বাসনা তাহার মনে সুপ্ত ছিল, মোহনের পরশে তাহা লেলিহান হইয়া উঠিল; নারীর অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্তির পথ খুঁজিতে লাগিল। সে সময় এক পদবিক্ষেপে সে বিপথে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তাহাকে বাঁচাইল মিনতি।

অবশেষে একদিন মিঃ দাস আর মিসেস্ দাস কন্যার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারিবারিক পরিবেষ্টনী তৈয়ারী হইতেই একটা মধুর আবহাওয়া তৈয়ারী হইল। স্বামী আর স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। এম্নি সময় মাইনে লাগিল আগুন। বিপন্ন শ্রমিক-দের বাঁচাইবার জন্য ললিত প্রজ্জ্বলিত মাইনের ভিতরে নামিয়া গেল। মিনতিও তাহার অনুসরণ করিল। এক মুহূর্ত্তে লিলিও পত্নী-ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিল, সে ছুটিল মাইনে।

মাইনে একদল বিদ্রোহী শ্রমিক ললিত, মিনতি ও লিলিকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিল। খবর পাইয়া মোহন গেল তাহাদের রক্ষা করিতে। কিন্তু একদিকে ভীষণ বিস্ফোরণ, অন্য দিকে বিদ্রোহী শ্রমিকদের ষড়যন্ত্র। কে কাহাকে বাঁচায়! স্বামী, স্ত্রী, মিনতি, মোহন সবাই বুঝি পুড়িয়া মরে! কিন্তু কি হইল? কে মরিল, কে বাঁচিল, প্রলয়ের মহাতাণ্ডব কাহাদের

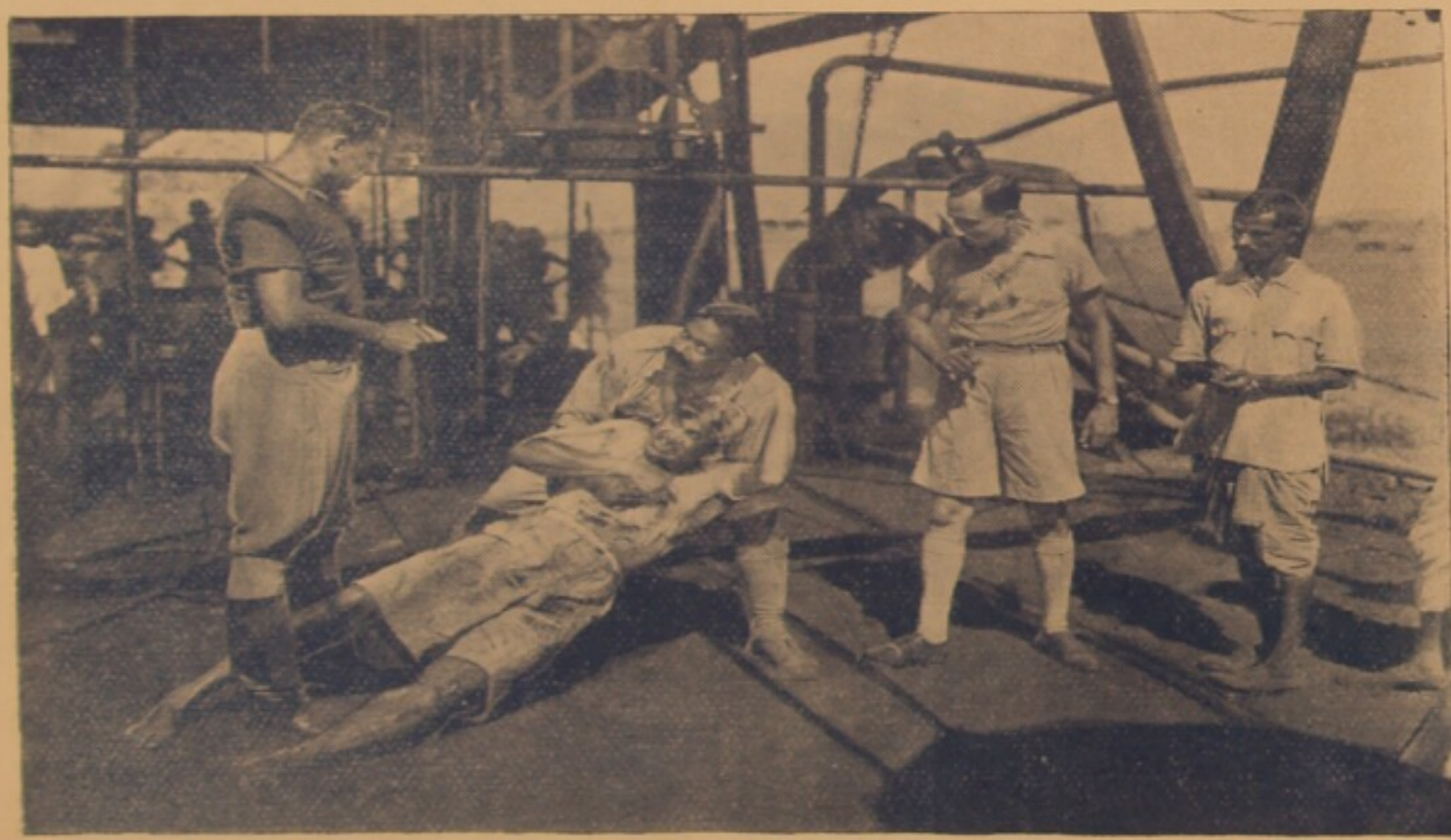

মহাত্যাগে শান্ত হইয়া সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখিল, তাহাই পর্দ্দায় দেখিয়া অভিভূত হইবেন। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মনে মনে যে পরিণতি আপনারা চাহিয়াছিলেন, তাহা কত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া চিরন্তন হইয়া উঠিল দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

— গান —

—:o:—

(১)

লিলি !

আপনার মনে ভাসায়ে গানের ভেলা
সুরের আকাশে ভেসে চলি
সারাবেলা ॥
মোর গান যেন প্রজাপতি হায়
রঙের মাতনে রাঙায়ে সে যায়
প্রলাপের বনে সুরভি স্বপনে
গোলাপের যেথা মেলা ॥
আকুল আবেশে যেন এ গানের পাখী
অরুণ চরণে বাঁধে গো প্রাণের রাখী
আপনারে যেন আপনি ভুলিয়া
সুরের আগল দিনু রে খুলিয়া
সুরের আলোকে প্রাণের পুলকে
গানের এ কোন খেলা ॥

(২)

লিলি !

আমারই এ প্রেম গোপনে কাঁদিয়া যায়
মনের মাধুরী মূরতি ধরে না হায় ॥
ফুলের মতন ফুটিয়া হিয়ার তীরে
অলখে যে প্রেম ঝরিল আঁখর নীরে
শুধালো না তারে কেহ তো স্বপনে হায় ॥
এ নিঝর শুধু লুকায়ে পাষাণ তলে
গোপনে কাঁদিল আপন আঁখির জলে
বেদনা তাহার কেহ না জানিতে চায় ॥

(৩)

লিলি !

ঘুমানো মুকুলের দল
স্বপনে আঁখি মেলি' চায়
আবেশে রাঙানো হিয়াতল।

মনের নভতলে আজি
রঙের রামধনু আঁকা
ধরার ধূলি এলো সাজি
ফুলের রেণু দিয়ে ঢাকা;
কি মায়া জড়ানো এ প্রাণে
এ মন নিজে নাহি জানে
চাহিয়া দেখি মোর পানে
হিয়াতে মধু যে টলমল॥

(৪)

লিলি, মিনতি, মোহন।

বন্ধন হারা এই বন্ধুর পথ
নিদ্রিত অজগর সর্পের প্রায়
সুপ্তি যে ভাঙে তার যাত্রীর রথ
ছন্নছাড়ার দল গান গেয়ে যায়॥
অন্তর আজি হায় হল চঞ্চল
পিঞ্জর ভাঙ্গা যেন পক্ষীর দল
সঙ্গীতে বনানীরে করি উচ্ছল
কণ্ঠের কলগান অম্বর ছায়॥
দক্ষিণ সমীরণ উন্মনা হায়
পল্লব ছায় কোন্ নামহারা ফুল
ছন্নছাড়ার দ:ল ডাকে আয় আয়
সৌরভে রাঙা হায় স্বপ্নের ভুল॥

স্বর্য্যকিরণে আজ এস করি স্নান
স্বর্ণের ঝরণায় ধুয়ে যাক্ প্রাণ
দুর্জ্জয় রথে হায়, দূর অভিযান
ছন্নছাড়ার দল ধায় শুধু ধায়॥

(৫)

লিলি ও মোহন।

বনের কুহু কেকা সনে
মনের বেণু বীণা গায়,
দখিনা মধু সমীরণে
অধরা ধরা দিতে চায়।

সহসা এলে কে গো ভুলে
কানন ছেয়ে গেল ফুলে
মুকুল মৃদু আঁখি তুলে
জাগিল সুখ বেদনায়।

ঘুমের দেশে ছিনু ঘুমে
স্বপনে এলে কে গো তুমি
রাঙালে হিয়া আঁখি চুমে
উতলা মন বনভূমি॥

তনুর তটছায়া নীড়ে
তৃষার দিশাহারা তীরে
কামনা আজি কেঁদে ফিরে
প্রাণের একি খেলা হায়॥

লিলি !

মনের হরিণ ঘুমিয়েছিলো
জীবন নদীর বাঁকে,
হঠাৎ যেন দখিনা-হাওয়া
জাগিয়ে দিল তাকে।
সেদিন যেন প্রথম উষার আলো
নয়নে তার লাগ্‌লো বড় ভালো
নিজের পানে দেখ্‌ল চেয়ে ভাব্‌লো মনে—
এমন করে দেখিনি কৈ আপনাকে।
এ যেন তার নতুন জনম হ'লো
শুভক্ষণে নব অরুণ প্রাতে
জীবন-লতার শাখায় শাখায়
হাজার কুঁড়ি ফুট্‌লো বেদনাতে,
আপন গন্ধে আপনি হ'য়ে ভোর
নিজের প্রাণে বাঁধ্‌লো নিজে ডোর
ভাবনা যে তার, কেমন করে' বইবে এবার
গন্ধে রাঙা স্বপ্ন বিভোল প্রাণটাকে ॥

কমলা টকীজ
লিমিটেড

The Calcutta Printing Co., Ltd.